প্রেম আসছে

আমি গাছ একদম চিনি না। ফুলের ব্যাপারে ও ঐ একি অবস্থা। হাতে গোনা দু তিনটা ফুল আমার মেমরি বক্সে আছে। মৌসুমি কোন নতুন গাছ, ফুল দেখলে আমাকে দেখানোর জন্য ছুটে আসে।
-বলতো এটা কি গাছ? এটা কোন ফুল?
-উম... আম গাছ আর ওটা গোলাপ ফুল।

মৌসুমির সকল উত্তেজনা পানির মত হয়ে যায়।
-তোমার কাছে কি সবই আম গাছ আর গোলাপ ফুল? তুমি একটা –

মৌসুমি কথা শেষ না করে চলে যায়। আমি জানি এর ধকল কতদিন চলবে। কিন্তু আমি কি করব? গাছের সাথে আমার যে বন্ধুত্ব হয়নি। সেই ছোটবেলায় দোতলা বাড়ির টবে পুঁইশাঁক বুনেছিলাম একবার। যতবার নতুন পাতা গজাত – আমার আনন্দের লাফ-ঝাপ দেখে কে ! কিন্তু মা কেবল দিন গুনত।
-চিংড়ি মাছ দিয়া পুঁইশাক খুব মজার। তোর বাবা খুব পছন্দ করে।

আমি পাতলা দড়ি দিয়ে পুইশাকের ডগা বেধে দেই। পুঁইশাক শুই শুই করে বেড়ে উঠে। আমার লাফালাফি দেখে কে। আমার পুঁইশাক বড় হয়, চিংড়ি মাছের সাথে তার মাখামাখি হয়, আর খাবার সময় সকল প্রশংসা আমার পকেটে জমে। ব্যাস। আমার গাছ প্রীতির গল্প ঐ পর্যন্ত।

আম-কাঁঠালের ছুটিতে আমরা দল বেঁধে মামার বাড়ি যেতাম। দিদিমা আমাদের জন্য ঝুড়ি ভরে আম রেখে দিত। গাছ প্রেম নাকি নাতি-নাতনী প্রেমের জন্য দিদিমা এগারটা আম গাছ বুনেছিল তা জানা হয়নি। এগার রকমের আমের মধ্যে ডুবে থেকেও গাছের জন্য আমার প্রেম আর জেগে উঠল না।

ইংলিশে 'গ্রীন ফিঙ্গার' মানে যার হাত দিয়ে সবুজ গাছ তর তর করে বেড়ে উঠে। মৌসুমির অমন দশটা গ্রীন ফিঙ্গার আছে। ও যেটা মাটিতে বুনে সেটাই তর তর করে বড় হয়। শুধু তাই নয়। রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পছন্দের গাছ পড়লেই হয়।
-এই থামো থামো ।
আমি এর অর্থ বুঝি। এখন আমাকে কাঁদা, পানি ডিঙিয়ে কোন গাছ তুলতে হবে, ওগুলো গাড়িটাকে ময়লা করবে আর আমাকে হেসে হেসে বলতে হবে, 'বাহ, গাছটা বেশ সুন্দর তো'?

বাগান দেখতে কার না ভাল লাগে ? আমার ও ভাল লাগে। কিন্তু ঘাস কাটার যন্ত্রণাটা না থাকলেই ভাল হত। ঘাস কাটার সময় হলেই মনে হত, 'ঘাস কাটার জন্য কি আমি জন্মেছি'?
একবার বাড়ির সামনে ঘাস তো প্রায় হাঁটুর সমান হয়ে গেল। মৌসুমির অনুরোধ শেষ পর্যন্ত অনুযোগ হয়ে রীতিমতো 'থ্রেট' হয়ে দাঁড়াল।
-গতকাল কাউন্সিল থেকে আমাদের বাড়িতে লোক এসেছিল।ওরা জিজ্ঞেস করছিল আমরা ঘাস কাটি না কেন?
- তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?
- ঠিক আছে অপেক্ষা কর। ওরা আবার আসবে। মনে হয় পাশের বাড়ি কমপ্লেইন করেছে।

এবার আমার টনক নড়ল। মনে হল বিষয়টা সত্যি। পাশের বাড়ির কমপ্লেইন এর বিষয়টা ফেলে দেবার মত নয়। তড়িঘড়ি করে ঘাস কাটলাম। বাহ। বাগান টা তো বেশ লাগছে? আমি মৌসুমিকে বললাম, 'যাও এবার তোমার পাশের বাড়ির সুন্দরীকে ডাকো, বাগানে বসে কফি খাই'। মৌসুমি মিটি মিটি হাসছে।
- পাশের বাড়ির সুন্দরীকে দরকার নেই । এই বাড়ির সুন্দরীকে নিয়ে চা খাও।
ওর চালাকি টা বুঝলাম। আমার মালী না হয়ে আর কোন উপায় নেই।

আমরা নতুন বাড়িতে আসার পর মৌসুমির প্রথম কাজ হল বাগান ঠিক করা। আহা ! আমার এত সময় কই? কিন্তু বউর আবদার। উনি আদেশ করেন, 'এই গাছটা সরিয়ে ওখানে দাও, ওটা এখানে মানাচ্ছে না... এই গাছ টা ওখানে বুনে দাও'। আমি ও তাই করলাম।

সুন্দরীর আদেশে একটা গোলাপ গাছ পিছন থেকে উঠিয়ে সামনে লাগালাম। এক বন্ধু বলল, ‘বড় গাছ উঠালে গাছ শক পায়’। আমি গাছকে শক থেকে বাঁচানোর জন্য গাছের উপরে ওড়না দিয়ে ঢেকে দিলাম। সকাল বিকাল পানি দেই আর গাছটা দেখি।
-গাছটা কি বেঁচে আছে?
-গাছটাকে এত বিরক্ত কর না তো ?
কিন্তু আমি প্রতিদিনই দেখি – গাছটা বেঁচে আছে কিনা?

একদিন সকালে দেখলাম আমার আঙ্গুল গুলো ‘গ্রীন ফিঙ্গার’ হয়ে উঠছে। নতুবা ঐ মরে যাওয়া গাছে নতুন পাতা গজাবে কেন? প্রায় মরে যাওয়া সেই গাছে শুধু নতুন পাতাই গজায়নি, ওখানে ফুল ফুটেছে। পাতার রঙ যে এমন সবুজ হয় তা অনেক দিন দেখিনি।

আমার চোখ এখন গাছের পাতা দেখে। যে গাছগুলো আমার বাড়িতেই ছিল ১২ বছর, যেগুলোর গায়ে কবে পাতা গজাল, কবে ফুল ফুটল তার খবর নেই নি কখনও, সেই গাছ গুলো মনে হয় এখন আমাকে চিনে। আমার এক বন্ধু বলল যে ও যখন বাড়িতে আসে ওর গাছগুলো ওকে বলে, ‘পানি দে, পানি দে’। আমার গাছগুলো আবার ‘তুই-তুকারি’ করে না। ওরা বলে, ‘আমার খুব পানি খেতে ইচ্ছে করছে’।

আমি এগুলো ঋষিতা কে বললে ও অবাক অবাক হয়। ‘বাবা আমি কিন্তু শুনতে পাই না’।
আমি বলি, ‘চোখ বন্ধ করে গাছের কাছে এসে দাড়াও, তুমিও শুনতে পাবে। তোমার মা সব সময় এগুলো শুনে’।

আমিও এখন শোনা শুরু করেছি।

==========
জন মার্টিন, সিডনি, এপ্রিল, ২০১৪